2wenty One
আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার
একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

উত্তর আমেরিকাতে এটিএন বাংলা চ্যানেলের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে:
একুশ কর্তৃক এক জরীপে জানা গেছে যে, উত্তর আমেরিকাতে এটিএন বাংলা চ্যানেলের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক নতুন স্যাটেলাইট টিভি দর্শক ডিশ নেটওয়ার্ক-এর প্যাকেজডীলের আওতায় এটিএন বাংলা চ্যানেলের সংযোগ নিচ্ছেন। এমনকি অনেকে চ্যানেল পরিবর্তন করে জনপ্রিয় বাংলা সংবাদের জন্য এটিএন নিচ্ছেন।

ব্র্যাক ব্যাংকে লকার লুট তিন আসামি রিমান্ডে আরো ৫১ ভরি স্বর্ণ ও হীরা উদ্ধার

ব্র্যাক ব্যাংক গুক্রাবাদ শাখায় লকার লুটের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া তিন আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে আরো ৫১ ভরি স্বর্ণ ও হীরার গহনা। ওদিকে বহুল আলোচিত এ মামলার তদন্ত ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, লকার থেকে লুট হওয়া স্বর্ণালঙ্কারের কিছু অংশ ডাকাত দলের এক সদস্য তার ঘরের মেঝেতে পুতে রেখে-ছিল। ঢাকা মেট্রপলিটন গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় অবস্থিত ওই

▶..৯ পাতায়

এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এডমান্ড হিলারির জীবন অবসান

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণকারী প্রথম ব্যক্তি স্যার এডমান্ড হিলারি মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। গত বছর এপ্রিল থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় নেপাল সফরে গিয়েছিলেন এভারেস্ট বিজয়ী এ পর্বত আরোহী। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সোমবার তাকে অকল্যান্ডের একটি হসপিটালে ভর্তি

▶ ..৯ পাতায়

''সম্মিলিতভাবে আমরা আগামী বিশ্বটাকে পাল্টাতে পারি''
ঢাকায় প্রথম এনআরবি সম্মেলন সমাপ্ত

একুশের নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কৃতি প্রবাসীদের নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এনআরবি (নন রেসিডেন্টশিয়াল বাংলাদেশী) সম্মেলন।

▶পৃ..৩

Ekush / 2wenty One (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 15 ▲ January 11, 2008 ▲ www.ekush.info ▲ ১১ জানুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার ▲ ১ মহরম ১৪২৯ ▲ ২৮ পৌষ ১৪১৪

একুশ এবং আমাদের কমিউনিটি ২০০৭

একুশ বিশেষ ডেস্ক

স্থানীয় জন কল্যাণ, গঠনমূলক, সৃজনশীল, সচেতনাপূর্ণ ও সময়োচিত প্রায় সব ইস্যুতেই ২০০৭-এ একুশের ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। একুশ ভক্ত পাঠকেরা পত্রিকার বিশেষ বিশেষ প্রচেষ্টাগুলিকে সহৃদয় সাধুবাদ জানান বিভিন্ন সময়ে। একুশের সকল পৃষ্ঠপোষকদের জন্য তাই রইলো আমাদের কৃতজ্ঞতা। সংক্ষিপ্ত এই প্রতিবেদনটিতে কয়েকটি ইস্যুর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

বছর শুরুতেই ইমিগ্রেশন বিল অনুমোদন নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। বিলটির প্রস্তাবনা অসম্পূর্ণ এবং অপরিপক্ক থাকলেও মানবতাবাদী সংগঠনগুলি বিলটির মানবাধিকার ও অন্যান্য ইস্যুতে বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকে। সময়োপযোগী এই ইস্যুতে জনমত সৃষ্টি এবং মুলধারার সাথে বাংলাদেশীদের সংযুক্তির প্রক্রিয়ায় একুশের এডিটর ইন চীফ জাহান হাসান লস এঞ্জেলেস প্রেস ক্লাবের বোর্ড মেম্বার মনোনীত হয়। একুশের চোখে এটি এদেশী সংবাদ মাধ্যমে সরাসরি অংশীদারিত্বে এক ধাপ উত্তরণ হিসাবে দেখা হয়।

বছরের শুরুর দিকে একুশ স্থানীয় সক্রিয় নেতৃবৃন্দ, লেখক, গবেষক, আলোচক ও সামাজিক গুরুতৃপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা পদকের কথা ঘোষনা করে। এহেন প্রচেষ্টা স্থানীয়ভাবে এই প্রথম যা সম্মান ও উৎসাহ দিয়েছে। এইবছরও একুশ নতুনভাবে "একুশ পদক" প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

▶..২ পাতায়

একুশের পথচলা ও লেখা আহ্বান

একুশ ডেস্ক

দেখতে দেখতে একুশের আরও একটি বছর পার হয়ে গেল। গত একুশের জন্ম দিবস থেকে এ পর্যন্ত নির্ণয় করলে দেখা যাবে একুশ শুধুমাত্র নিছক একটি পত্রিকা নয়। এর পিছনে কমিউনিটির সাথে সচেতনভাবে মঞ্চ হিসাবে সেতুবন্ধন ছিলো। জনস্বার্থে একুশের স্বল্প পরিসরে যে অবদান রেখেছে তা নিউইয়র্কে বহু সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকেও অনেক বড়। বিশেষ করে সর্বকালের পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে পশ্চিম উপকূলে মানুষের সচেতনতার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শুরু থেকেই বলেছি, একুশ প্রবাসী মানুষের জন্য, প্রবাসী মানুষের নিমিত্তে নির্মিত হয়েছে। যারাই সমাজের মধ্যে দুর্নীতি, মারামারি, অন্যায় আচরণ করেছে, তা আমরা নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছি। একুশের পথ যাত্রায় হুমকি, গালাগালি, অকথ্য ভাষা শুনেছে কিন্তু পিছ পা হয়নি। কমিউনিটির মধ্যে কতিগয় অসৎ ব্যক্তি প্রবাসীদের ঠকিয়েছে এবং ঠকিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা মুখ খুলে বলেছি। বর্তমানে সচেতনতার ফলে মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারছে না। আমরা সকল সময় প্রবাসীর কল্যাণে একুশকে ব্যবহার করবো। একুশ বাংলা'কে উজ্জীবিত করে নতুন ধারার পথ সৃষ্টি করেছে।

▶...২ পাতায়

। হালখাতা ।

মামুন রিয়াজী

ফেলে আসা বছরের হালখাতা। দুর্যোগ, দুর্ভোগ, হত্যা আর দুর্নীতির ২০০৭ সালের পুরাতন সূর্যটি সেদিন ডুবে গেল সমুদ্রের সৈকতের ঢেউয়ের মধ্যে। আবর্জনার স্তুপ, ভেসে যাওয়া খড়কুঠো গুলো রয়ে গেলো আগামী দিনের নতুন সূর্যের প্রত্যাশায়। উপকূলের বেঁচে থাকা মানুষগুলো পাল উড়িয়ে, শক্ত হাতে বৈঠা ধরে রয়ে গেল, আগামী দিনের সুখের স্বপ্ন নিয়ে।

দিগন্ত থেকে দিগন্তের চলমান গতির ধারায় নতুন সূর্যের আর্বিভাব হবে শান্তি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সুখ নামের পায়রাগুলো ডানা মেলে উড়বে মেঘে ঢাকা কালো আকাশের মাঝে। বুক ভরা সারা বিশ্বের মানুষের এই একই প্রত্যাশা এইতো সেদিন 'নিউ ইয়ার ইভে' বন্ধু মাহমুদের বাসায় গিয়েছিলাম টাইম স্কোয়ার নিউইয়র্কের আলো ঝলমলে লাইটির নীচে নেমে আসা দৃশ্য দেখার জন্যে। রাত ১টা, ২০০৮ বাসায় ফিরলাম। উপরে সিড়ি বেয়ে রুমে যাওয়ার সময় দেখলাম, খোলা জানালা দিয়ে দমকা বাতাসে আমার একুশ-

▶..২ পাতায়

বৎসরের শেষ ভাবনা ঃ আমরা তোমাদের ভুলবো না

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

কালের চাকার নির্মম নিস্পেষণে মানুষের আবেগ অনুভূতি নাকি ধোঁয়াটে আর বিবর্ণ হয়ে আসে। হঠাৎ মনে হলো ২০০৭ এর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৬টি বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের স্মৃতি কি বিবর্ণ হয়ে এসেছে আমাদের হৃদয়ের পটে যাঁরা নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের দেশকে করলো স্বাধীন। আমরা কি আসলেই তাদের ভুলতে বসেছি ? যদি ভুলে গিয়ে না থাকি তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের জন্যে আমাদের সেদিনের সেই আবেগ, অনুভূতি আজ কোথায় ?

হঠাৎ আর্ত চিৎকার করার ইচ্ছে হলো আমার। ভুলিনি, আমি ভুলিনি, আমি কখনোই ভুলতে পারবোনা। আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের স্মৃতি রয়েছে আমার হৃদয়ে চির দেদীপ্যমান। শুধু প্রতিবৎসর ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উদযাপন করার সময় তোমাদের কথা ভাবিনা। তোমরা রয়েছো চিরদিনের জন্যে আমার চিন্তা ও চেতনার জগতে অম্লান-অক্ষয়।এক সাগর রক্তের বিনিময়ে তোমরা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছো। বুকের রক্তে রাঙ্গিয়েছো সবুজের বুকে স্বাধীনতার এই লাল সূর্যটিকে। আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি ? তবুও কেন এই শহীদদের ভুলে যাওয়ার আশংকাটি জাগ্রত হলো হৃদয়ে বৎসরের এই শেষ দিনটিতে।

নতুন বৎসরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমি হয়তো ভুলিনি

▶..৭ পাতায়

''প্রবাসী সম্মেলন'' সাধারণ প্রবাসীদের কাছে সেতুবন্ধন

লস এঞ্জেলেস থেকে বিশেষ প্রতিনিধি

গত ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৭ তিন দিন ব্যাপী হয়ে গেল প্রথম প্রবাসী সম্মেলন যা প্রবাসীদের জন্য মাইল ফলক ও সেতুবন্ধন বলে বিশ্বের সাধারণ বাংলাদেশী প্রবাসী মনে করছে। কমিউনিটির কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত প্রবাসী সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্বের বাংলাদেশী প্রবাসীবৃন্দ। লস এঞ্জেলেসে ইঞ্জিনিয়ার জলিল খান প্রতিবাদ লিপি ছেড়েছেন কারণ তাকে কেন জানানো হয়নি প্রবাসী সম্মেলনের কথা। ডঃ জয়নুল আবেদিন প্রথমে প্রতিবাদ করলেও পরে তিনি বুঝতে পারেন ভালো কাজের ভেতরে না থেকে কোন মঙ্গলজনক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। সেইজন্য বিলম্ব না করে তিনি প্রবাসী সম্মেলনে যোগদান করতে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের তথাকথিত নেতারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, বিশেষ করে তারা যারা নিজেদেরকে প্রবাসীর প্রতিনিধি মনে করেন। তারা বলছেন যারা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন তারা প্রবাসীর প্রতিনিধি নয় বা প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রবাসে সবাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি। কেউ কারো নেতা নয় বা প্রতিনিধি নয়। যেখানে প্রবাসীর মঙ্গলার্থে সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে সেখানে এতো বিরোধ কেন ? এই তথাকথিত প্রবাসীরাই ফোবানাকে খন্ড বিখন্ড করেছে। এই সকল তথাকথিতরাই প্রবাসে দলীয় রাজনীতি করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এই সকল তথাকথিতরাই সব বিষয়ে নাক গলিয়ে যাত্রা ভঙ্গ করে থাকে। এখনই সময় এই সকল তথাকথিতদের সমাবেশ বয়কট করে তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করার।
তারা মনে করেন প্রবাসে তারা প্রবাসীর হর্তকর্তা অথচ যারা প্রবাসীর ইমিগ্রেশন সমস্যায় কোন কাজে আসতে পারেন না।

▶..৩ পাতায়

জাতিসংঘের প্রকাশিত ভয়াবহ খাদ্য সংকটের তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ

শফিকুল ইসলাম জুয়েল: খাদ্য উৎপাদন ও ঘাটতির হিসাব নিয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি জরিপে খাদ্য সংকটের আশঙ্কার দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশের নাম। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্চ মাসের মধ্যে ১০ লাখ টন খাদ্য মজুদ করতে না পারলে ভয়াবহ সংকটে পড়বে দেশটি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ বিভিন্ন কারণে দেশে খাদ্য উৎপাদন গত কয়েক বছরে কমে গেছে। এদিকে খাদ্য সংকটের আশঙ্কার কথা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে, খাদ্য সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিও মন্দায় পড়বে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বন্যা ও খাদ্য সংকটের কারণে চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি দশমিক ২ শতাংশ কমে যেতে পারে।

টিসিবি'র সর্বশেষ হিসেব মতে, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম গত এক বছরে ৬ শতাংশ থেকে ১১৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের দাম বেড়েছে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। বর্তমানে চালের কেজি ৩০ থেকে ৪৫ টাকা। গত নভেম্বর থেকে প্রকারভেদে কোনও কোনও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতির হার ৪০ থেকে ১২০ শতাংশ।

জাতিসংঘের কৃষি বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১১ শতাংশ ও দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিশ্বে বড় ধরনের খাদ্য সঙ্কট আসন্ন বলে মন্তব্য করে বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বে খাদ্য মজুদ ৩৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থান করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে বন্যা ও সাইক্লোনের কারণে অভ্যন্তরীণ খাদ্য সঙ্কটে মারাত্মক বিপর্যয়কর অবস্থায় আছে বাংলাদেশ। এরপর ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। খাদ্য উৎপাদন ও যোগানের দিক দিয়ে সঙ্কটে আছে ডোমিনিকা, জ্যামাইকা ও সেন্ট লুসিয়া। বাংলাদেশ সাধারণত চাল আমদানি করে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামসহ ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার থেকে। এসব দেশেও গত কয়েক বছর কৃষি উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ৫ লাখ টন চাল আমদানিতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানা গেছে। সম্পাদনায়: আনোয়ারুল করিম

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের ব্যাপারে মুশাররফের হুঁশিয়ারি

ডেস্ক রিপোর্ট: সুদীপ ঘোষ: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ বলেছেন, আফগানিস্তান সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর একতরফা যে কোনও পদক্ষেপকে আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে। সিঙ্গাপুরের 'দ্য স্টেইট টাইমস'কে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। খবর: রয়টার্স

উত্তরন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত বিজয় দিবস উদযাপনে স্থনীয় কচিকণ্ঠের সদস্যরা। ছবি-একুশ

সরকারের সামনে ৮ চ্যালেঞ্জ!

আজাহার আলী সরকার

সামনে নির্বাচন ছাড়াও বড় ধরনের ৮টি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে সরকার। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে– (১) চাল-আটা-ময়দাসহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ। এরপরেই রয়েছে (২) রাজনীতি, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ। এরসঙ্গে নতুন করে যোগ হচ্ছে (৩) সম্ভাব্য সার সংকট, (৪) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের ঘাটতি, (৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সমস্যায় নতুনভাবে সৃষ্ট কোন্দল এবং (৬) গার্মেন্ট সেক্টরসহ (৭) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের বিরাজমান অসন্তোষ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং (৮) নতুনভাবে জঙ্গি তৎপরতা।
সূত্রমতে, মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে সরকারকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হতে পারে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এসব বিষয়ে সন্তোষজনক অবস্থানে পৌঁছতে সরকার ব্যর্থ হলে, এর দীর্ঘসূত্রতা বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।
গোয়েন্দাদের মতে, মার্চ থেকে শুরু করে জুন পর্যন্ত জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। জঙ্গি তৎপরতাসহ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন সেক্টরের অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাসহ বিভিন্ন অঘটন সংঘটিত হতে পারে দেশে। এছাড়া আন্তর্জাতিক চাপ ও পরামর্শ অনুযায়ী দেশে অবিলম্বে ঘরোয়া রাজনীতি চালু ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করাসহ অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি মানবাধিকার সংরক্ষরণ করা এবং সংবাদকর্মীদের স্বাধীনভাবে কর্তব্য পালনের সুযোগদানের বিষয়টিও যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে। সূত্র আরও জানায়, নির্বাচনের আগে বড় ধরনের এ ৮টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনও কারণে ব্যর্থ হলে দেশকে এর চরম মাশুল দিতে হতে পারে। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারলে সরকারের সংস্কার কর্মসূচি ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানও ভেস্তে যেতে পারে। জনমনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে পারে। আর এ ক্ষোভ এক পর্যায়ে বিস্ফোরিত হয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে। তখন আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পারাও সরকারের জন্য কঠিনতর হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে।

আজ ১/১১

নির্বাচনকে সামনে রেখে এরইমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ শুরু করেছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষ। সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের সূত্রমতে, সবকিছুর আগে সরকারের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে চালের দাম। গ্রাম এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত চাল-আটা-ময়দা সরবরাহ করতে সরকার ব্যর্থ হলে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের কোনও অঘটন। এর প্রভাব পড়তে পারে সরকারের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর। চাল-আটা-ময়দাসহ নিত্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সংস্কার বাস্তবায়নে কিছুটা মন্থর গতি ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বা গ্রেফতারকৃতদের দ্রুত বিচারকাজ সম্পন্ন করতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আইনি বাধা সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে।
সরকারি সূত্রমতে, সম্ভাব্য সার সংকট নিরসন, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সরকারও আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। এসব সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার এরইমধ্যে নানামুখি কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া চাল-আটা-ময়দাসহ ভোগ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার এরইমধ্যে বিডিআরের নেতৃত্বে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ জোরদার করেছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রমতে, ওয়ান ইলেভেনের পর সরকার দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলেও গত ক'দিনে হঠাৎ করে সামগ্রিক পরিস্থিতির একটু অবনতি ঘটতে শুরু করেছে। বিশেষ করে জঙ্গি নেতারা আবারও গোপনে যোগাযোগ শুরু করেছে। সব জঙ্গিনেতারা গ্রেফতার না হওয়া এবং বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ায় নতুনভাবে পরিকল্পিত জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তারা আরও বলেন, জঙ্গি তৎপরতায় আইনশৃঙ্খলার আকস্মিক অবনতিও ঘটতে পারে।
সূত্র আরও জানায়, প্রধান ৮টি সমস্যা মোকাবিলার পাশাপাশি নির্বাচনের আগেই আরও বেশকিছু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা।

সন্ত্রাস এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ে তোল-চিফ এডভাইজর'স অফিস

মোবাইলে এসএমএস ক্যাম্পেইন

সরকারের এক বছরপূর্তিতে গতকাল সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক ব্যতিক্রমধর্মী ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে। দেশের সবকটি মোবাইল অপারেটর তাদের গ্রাহকদের কাছে পাঠানো এক ম্যাসেজে বলা হয়েছে 'সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়ে তোল-চিফ এডভাইজর'স অফিস'। ওয়ান ইলেভেন এর বার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের বিটিআরসির নির্দেশে এই ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে।

১/১১ - ভিআইপি বন্দীরা ভালো নেই

কোমরের ব্যথায় ভুগছেন তারেক ঃ কোকোর কাঁপুনি কমেনি

মনির হোসেন

বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আটক সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ ৬২ ভিআইপি বন্দীর অধিকাংশের শারীরিক অবস্থা ভালো না। তারা নানা জটিল রোগে ভুগছেন। বিশেষ করে রিমান্ড থেকে ফিরে আসা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমানের আবারো দেখা দিয়েছে কোমরের ব্যথা। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারছেন না তিনি। সারাক্ষণ ঘুমাচ্ছেন। আবার রিমান্ডে নেয়া হবে এমন আতঙ্কে ভুগছেন তিনি। অপর দিকে পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে তারেকের ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভালো নেই। তবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার জানিয়েছেন, যেসব ভিআইপি তার কারাগারে রয়েছেন, তাদের অনেকেই শারীরিক সমস্যায় ভুগলেও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো সমস্যা কারো নেই।

কারাগার সূত্র জানায়, বিশেষ কারাগারে আটক সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা বেশ কিছু দিন ধরে একই ধরনের খানা খেয়ে খাবারের রুচি হারিয়ে ফেলেছেন। তা ছাড়া বয়সের কারণেও তাদের নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে খালেদা জিয়ার চেয়ে শেখ হাসিনাই রোগে আক্রান্ড় হয়ে পড়ছেন বেশি। ডাক্তাররা তাকে দ্রুত বিদেশ নেয়ার পরামর্শ পর্যন্ড় দিয়েছেন। কিন্ড় কারা আইনে বন্দীদের বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার নিয়ম না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কারা কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাদের পছন্দের ডাক্তারদের দিয়েই চিকিৎসা, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্ড় শেখ হাসিনা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হচ্ছেন না। অপর দিকে খালেদা জিয়ার চোখের সমস্যা ছাড়া তেমন সমস্যা নেই বলে কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন। তবে বিশেষ কারাগার সূত্র জানায়, তিনিও ইদানীং খাবার খেতে পারছেন না।

এ দিকে ঢাকা, কাশিমপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন কারাগারে আটক ভিআইপি বন্দীদের মধ্যে দু-একজন বাদে বাকিরা নানা ধরনের অসুখে ভুগছেন। অপর দিকে পিজি হাসপাতাল, বারডেম, ল্যাব এইডে চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন ভিআইপি বন্দীর অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সাবেক তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও আরাফাত রহমান কোকোর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ডাক্তাররা কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্র জানায়, বর্তমানে সেখানে ১৬ জন ভিআইপি বন্দী রয়েছেন। তাদের মধ্যে চম্পাকলি সেলে রয়েছেন তারেক রহমান, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও আমান উল্লাহ আমান। তাদের মধ্যে নাজমুল হুদা দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন। গতকাল তিনি কারা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তারেক রহমান কারারক্ষীদের বলেছেন, তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো না। কোমরে ব্যথা করছে। খাবার খেতে মন চান না। চোখের নিচে কালো দাগের মতো হয়ে গেছে। সূত্র জানায়, আবার রিমান্ডে নেয়া হবে এ আতঙ্কে তিনি কারো সাথে কথা বলছেন না। সারাক্ষণ ঘুমিয়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন। আমানউল্লাহ আমান সর্দি-জ্বরে ভুগলেও আলতাফ চৌধুরীর তেমন কোনো সমস্যা নেই। কর্ণফুলী সেলে রয়েছেন চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন, সাবেক সচিব আ ন হ আখতার হোসেন, শেরপুরের সাবেক এমপি রুবেল, ভোলার সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিম, ঢাকার সাবেক এমপি মোসাদ্দেক আলী ফালু, সংস্কারবাদী নেতা আশরাফ হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জাফরউল্লাহ। তাদের মধ্যে ফালু ছাড়া বাকিরা নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন।

পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভিআইপি বন্দীদের মধ্যে সাবেক তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, লুৎফুজ্জামান বাবর, কোকো ও পিন্টুর অবস্থা বেশি ভালো না। ল্যাব এইডে ভর্তি আবদুল জলিলের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। ডাক্তারদের সূত্র থেকে জানা যায়, তরিকুলের অ্যাজমা সমস্যা ছাড়াও কিডনির ক্রিটিনিন বেড়ে যাওয়ায় তার মুখমণ্ডল ও হাত-পা ফুলে গেছে। উচ্চ ডায়াবেটিস ও দুর্বলতার কারণে কয়েক দিন আগে তিনি বাথরুমে পড়ে যান। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি হেঁটে এক ঘর থেকে আরেক ঘরেও যেতে পারেন না। পিন্টুর পাইলসের সমস্যা কমছে না। কোকো ঠিকমতো উঠে দাঁড়াতে পারেন না। হাত-পায়ের কাঁপুনিও কমছে না। এ কারণে সারাক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। অনেকেই প্রিজন সেলের বারান্দায় এসে হাঁটাহাঁটি করলেও কোকো বারান্দায় যেতেই পারেন না।

সূত্র জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শুধু ভিআইপি বন্দী নয়, সাধারণ বন্দীদের ভাগ্যে চিকিৎসা জুটছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে কারাগার সূত্র জানায়, মাত্র চারজন ডাক্তার দিয়ে ১০ হাজার বন্দীর সুচিকিৎসা করা খুবই কঠিন। পাশাপাশি কারাগার থেকে বন্দীদের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করতে হলে একজন বন্দীর সাথে দু'জন কারারক্ষীকে দিতে হয়। জনবল না থাকায় বন্দীদের চিকিৎসায় গাফিলতি হচ্ছে।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে জিতলেন হিলারি

।। নিউইয়র্ক থেকে মাহমুদ খান তাসের ।।

সাবেক ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটনের আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন আইওয়া ককাসে হোঁচট খেলেও নিউ হ্যাম্পশায়ারে খানিকটা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। মঙ্গলবার দলীয় বাছাই প্রক্রিয়ায় হিলারি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ওবামার চেয়ে ৩ শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে বিজয় ছিনিয়েছেন।

এই প্রাইমারিতে অঙ্গরাজ্যটির রেজিস্টার্ড ভোটাররা হিলারির সমর্থনে ৩৯ ভাগ হ্যাঁ সূচক ভোট দেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর ওবামা ও এডওয়ার্ডসের প্রাপ্ত ভোট ছিল যথাক্রমে ৩৬ ও ১৭ শতাংশ। আগের জনমত জরিপে ওবামার নিকট হিলারির সম্ভাব্য পরাজয়ের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলে দলের মহিলা ভোটাররা তাঁর উদ্ধারে এগিয়ে আসে। হিলারি ওবামার চেয়ে ১৩ শতাংশ মহিলা ভোট বেশি পান।

একই দিনে অনুষ্ঠিত নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রাইমারিতে রিপাবলিকান সমর্থকদের সর্বাধিক ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন ম্যাক কেইন। তিনি পেয়েছেন ৩৭ শতাংশের সমর্থন। আইওয়া ককাস বিজয়ী হুকাবির বাক্সে পড়েছে মাত্র ১১ শতাংশ ভোট। এখানে ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন রুমন্টি। নিউইয়র্কের প্রাক্তন মেয়র জুলিয়ানির প্রাপ্ত ভোট ধর্তব্যের মধ্যে পড়েনি।

বিজয় ভাষণে হিলারি আমেরিকার বিদেশ নীতির পরিবর্তনসহ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো পুনর্বিন্যাসের অঙ্গীকার করেছেন। পক্ষান্তরে ম্যাক কেইন বিশ্বশান্তি ও অভিবাসন নীতির পরিবর্তনের উপর প্রাধান্য দেন।

বুধবার বঙ্গভবনে উপদেষ্টা হিসাবে শপথগ্রহণ করেন (বাম থেকে) মেজর গোলাম কাদের, সাবেক এটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ, এডাবের রাশেদা কে চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং সাবেক এমএম শওকত আলী –ফোকাস বাংলা

কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন নতুন পাচজন:

যারা শপথ নিয়েছেন তারা হলেন– রিটায়ার্ড সচিব ডক্টর এম এম শওকত আলী, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ এম হাসান আরিফ, এনএসআইয়ের সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল গোলাম কাদের, এনজিও নেত্রী রাশেদা কে চৌধুরী এবং অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান।

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বঙ্গভবনে সাদামাটা অনুষ্ঠানে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বঙ্গভবনের দরবার হলের পাশে ক্রেডেনশিয়াল হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে চিফ অ্যাডভাইজর, উপদেষ্টামণ্ডলীর পুরনো পাচ সদস্য, প্রেসিডেন্টের অফিসের সচিব, প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব, চিফ অ্যাডভাইজরের প্রেস সচিব এবং প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। মাত্র ১০ মিনিটের এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্যাবিনেট ডিভিশনের সচিব আলী ইমাম মজুমদার।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন দেবাশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার মালেক, ড. তামিম

উপদেষ্টাদের মধ্যে দফতর পুনর্বন্টন

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (পরামর্শক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং আরইবির সাবেক চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম এ মালেক ও বুয়েটের পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এম তামিম। গতকাল তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশেষ সহকারীরা প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

দশ উপদেষ্টার দায়িত্ব পুনর্বন্টন

ভিওবিডি, ঢাকা থেকে

১০ উপদেষ্টার দায়িত্ব পুনর্বন্টন করা হয়েছে। নতুন পাচ উপদেষ্টা পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। একই সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কম-বেশি করে নতুন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরনো পাচজনকে। গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ উপদেষ্টাদের মধ্যে দফতর বন্টন করেন। প্রধান উপদেষ্টার অফিসে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেটের বিশেষ মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছে বলে সরকারের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র দাবি করেন।

দফতর বন্টনের এ সিদ্ধান্ত গতকাল দুপুরেই প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করে ক্যাবিনেট ডিভিশন। এক আদেশে আগে জারি করা দফতর বন্টনের সব আদেশ বাতিল করা হয়েছে। যেসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গতকাল বন্টন হয়নি সেগুলো রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী চিফ অ্যাডভাইজরের দায়িত্বে থাকবে বলে আদেশে উলেখ করা হয়েছে।

ক্যাবিনেট সচিব আলী ইমাম মজুমদার স্বাক্ষরিত ওই আদেশে উপদেষ্টা রিটায়ার্ড সচিব ড. এ এম এম শওকত আলীকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উপদেষ্টা সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফকে দেয়া হয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিলুর রহমানকে দেয়া হয়েছে বাণিজ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যোগাযোগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল গোলাম কাদেরকে। উপদেষ্টা এনজিও নেত্রী রাশেদা কে চৌধুরীকে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

পুরনো উপদেষ্টাদের মধ্যে অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের ওপর। এ উপদেষ্টার কাছ থেকে নেয়া হয়েছে বাণিজ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল এম এ মতিনকে দেয়া হয়েছে নৌ পরিবহন, ভূমি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। এ উপদেষ্টার কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যোগাযোগ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা মোঃ আনোয়ারুল ইকবালের দায়িত্বে আছে স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। তার কাছ থেকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়া হয়েছে। উপদেষ্টা ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিমকে কৃষি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব চলে গেছে। উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর দায়িত্বে রয়েছে পররাষ্ট্র, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। নেয়া হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান, তপন চৌধুরী, গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী

চার উপদেষ্টার পদত্যাগ

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চারজন উপদেষ্টা মঙ্গলবার দুপুরে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগী উপদেষ্টারা হলেন আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, জ্বালানি ও খাদ্য উপদেষ্টা তপন চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও ধর্ম উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ এএসএম মতিউর রহমান এবং শিল্প ও পাট উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তারা পদত্যাগ করেন। প্রধান উপদেষ্টা তাদের পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ নতুন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ হতে পারে। এ নিয়ে বর্তমান সরকারের পাঁচটি উপদেষ্টার পদ শূন্য হল। ফ্রান্সের গিমে জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য পুরার্কীতি পাঠানো নিয়ে সৃষ্ট কেলেংকারীর প্রেক্ষাপটে গত ২৬ ডিসেম্বর শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা আইয়ূব কাদরী নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

বিদেশ গেলেন তপন চৌধুরী যাচ্ছেন ব্যারিস্টার মইনুল

এনাম আহমেদ:

পদত্যাগের কয়েক ঘন্টা পর বিদেশে পাড়ি জমালেন সাবেক খাদ্য, বিদ্যুৎ জ্বালানি, তথ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তপন চৌধুরী। তিনি মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন। পারিবারিক একটি সূত্র বলেছে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর গেছেন তপন চৌধুরী । অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়িক কাজে তপন চৌধুরী লন্ডন গেছেন। সূত্র জানায়, সদ্য পদত্যাগকারী উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনও ব্যক্তিগত কাজের জন্য বিদেশ যাচ্ছেন।

এবার লস এঞ্জেলেসে ঈদ-উল-আযহায় ত্রিধাবিভক্ত